তেরখাদা রাজবংশী মাতিল সকল।
মুসলমান তিনকড়ি বলে হরিবোল।।
সাহা জাতি পুরুষ প্রকৃতি মাতিয়াছে।
তারকেরে গুরু ব'লে মতুয়া হয়েছে।।
তেরখাদা ঘাটের পাটনী বনমালী।
ডুমুরিয়া তার বাড়ী মাতে হরিবলি।।
ইতিপূর্বে জয়পুর প্রহ্লাদ পাটনী।
খেয়াঘাটে ধুনি জ্বেলে পোহা'ত অগিনি।।
গ্রীষ্মকালে অগ্নি জ্বেলে প্রখর রৌদ্রেতে।
জপিত শ্রীহরিনাম বসে সেখানেতে।।
গোস্বামী গোলোক এসে তাহা নিষেধিল।
শেষে নামে মত্ত হ'য়ে নিদ্রা তেয়াগিল।।
তেরখাদা মাতাইল বহু সাধু লোক।
মাতিল সাহাজি শশী হৃদয় তারক।।
কি কহিব ইহাদের ভকতির কথা।
অতি সাধ্বী-সতি-নারী ইহাদের মাতা।।
হৃদয় শশীর পিতা মহা অনুরাগী।
হরিচাঁদ প্রিয়ভক্ত যেন মহাযোগী।।
ওড়াকান্দীর ভক্ত পেলে করে শিরোধার্য্য।
মনপ্রাণ দেহ দিয়া করে সেবা কার্য্য।।
পঞ্চানন ঠাকুরের মহিমা অপার।
হরিভক্তি শিখাইয়া মাতা'ল সংসার।।
দুর্গাপুর মাতে হরিরব মনোহর।
তারকের শিষ্য তারা ভক্ত প্রিয়তর।।
মহাকবি দুই ভাই ভক্ত চূড়ামণি।
উভয়ের কবি আখ্যা কবি-চূড়ামণি।।
তারকের বাধা পদ কাজ কি মন্ত্রবীজে।
পদ শুনে হরিবর সন্ধ্যাহ্নিক ত্যজে।।
মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের স্তোত্রগীতি যাহা।
ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক তাই মূলমন্ত্র তাহা।।
তারকের স্তবাষ্টক নিজকৃত স্তব।
তাই ল'য়ে স্নানকেলি পরম উৎসব।।
মনোচোর মহানন্দ পরব্রহ্ম জ্ঞান।
মহাসংকীর্ত্তন তাহা র'য়েছে ব্যাখ্যান।।
গুরুচাঁদ আজ্ঞা দিল 'ওরে হরিবর।
তারকেরে গুরু ক'রে পাদপদ্ম ধর।।
গুরুচাঁদ আজ্ঞামতে শ্রীতারক গুরু।
মহানন্দ শ্রীতারক বাঞ্ছাকল্পতরু।।'
চন্ডীচরণের পুত্র যাদব মল্লিক।
মৃত্যুঞ্জয় ভাগ্নেয় তারক প্রাণাধিক।।
বিশ্বাস যাদবচন্দ্র সাধু শুদ্ধমতি।
তাহার লোহারগাতি গ্রামেতে বসতি।।
দুই যাদবের এই রচনার প্রীতি।
সকৌতুকে পরিশ্রম করিতেছে অতি।।
যাদব বিশ্বাস হয় এ গ্রন্থ লেখক।
মল্লিক লেখায় তারে হইয়া পাঠক।।
লেখক যাদব ইনি পরপোকারী।
বহুদিন লেখে গ্রন্থ কার্য্যত্যাগ করি।।
দলিল লিখিতে নাহি মোহরানা লয়।
দরিদ্রের পিতৃতুল্য দয়ার্দ্র হৃদয়।।
দেশের প্রধান ব্যক্তি শালিসী করয়।
সুবিচার করে কার ঘুষ নাহি খায়।।
একদিন স্বজাতির সমাজে গেলেন।
কৌলিন্য মর্য্যাদা পাঁচ টাকা পাইলেন।।
মান্য পেয়ে পরে টাকা ফিরাইয়া দিল।
কোনক্রমে দাতারা সে টাকা নাহি নিল।।
দায় ঠেকে টাকা ল'য়ে এল নিজালয়।
গ্রাম্য বারোয়ারী কালী পূজাতে লাগায়।।
নিজের চাঁদার টাকা অগ্রে তাহা দিল।
আরো সেই পাঁচ টাকা পরে সমর্পিল।।
বলে এই টাকা নিলে মহাপাপ হয়।'
এই ভয় নিমন্ত্রণ খাইতে না যায়।।
এইরূপ শুদ্ধশান্ত পুরুষ রতন।
এই রচনায় তার বড়ই যতন।।